W.B. HUMAN RIGHTS COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 89 /WBHRC/SMC/~~Com/2016~~-17

Date: 28 02.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ananda Bazar Patrika" a Bengali daily dated 28.02.2017, captioned 'শিশুমৃত্যু, অভিযোগ নার্সের গাফিলতির'

The Chief Medical Officer of Health, District Malda is directed to enquire into the matter and submit a report by 31st h March, 2017.

28/2

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 28.02. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৮/২/২০১৭

...গিয়েছে চিকিৎসক হিসাবে বিধানের গাড়ির কাচ। -নিজস্ব চিত্র

...টতেই কি ...আমিরের ...ত্যু, নজর ...রকারের

...সংবাদদাতা: ...বারের ...বেলঘরিয়া ...তমলুকের তরুণ আমির ...র মৃত্যুর পিছনে চিকিৎসার ...ত্রুটি-গাফিলতি ছিল কি না, ...খতিয়ে দেখবে স্বাস্থ্য দফতর। ...দফতরের শীর্ষ কর্তারা সোমবার ...আমিরের পরিবার যদি থানায় ...না-ও জানান, সে-ক্ষেত্রে ...স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ ...পারেন।

...মিরের পরিবারের লোকেরা ...জানিয়েছেন, তাঁরা শোক থেকে ...। তবে সর্বাগ্রে হাসপাতাল ...

আমির সোহেল

...১০ বছর আগে মোটরবাইক ...য় মারা গিয়েছেন আমিরের ...দুই সন্তানকে হারানো প্রৌঢ় ...কোনও কথাই বলতে পারছেন ...আমিরের দিদি পরভিন জানান, ...ই আহত হওয়ার পরে তমলুক ...তালে ভর্তি করানো হয়েছিল। ...পরে ভাল চিকিৎসার জন্য ...তার ওই হাসপাতালে নিয়ে ...হয়। "আমাদের আশ্বস্ত করা ...ন, আমির ভাল হয়ে যাবে। ...তাল থেকে প্রতিদিনই বকেয়া ...মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলা ...আত্মীয়দের সাহায্য নেওয়ার ...পাশি চিকিৎসার খরচ জোগাতে ...তে দেড় লাখ টাকা ধার করা ...ল," বলেন পরভিন।

শিশুমৃত্যু, অভিযোগ নার্সের গাফিলতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ: অস্বাভাবিক শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল মালদহ মেডিক্যালে।

নন্দিনী চৌধুরী

সোমবার ভোরে নন্দিনী চৌধুরী নামে তিন বছরের ওই শিশুকন্যার মৃত্যু হয়। তার বাবা, কালিয়াচক দেবীপুরের বাসিন্দা অশোক চৌধুরীর অভিযোগ, শিশুটিকে চিকিৎসা না করে ফেলে রাখা হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

অশোকবাবু কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে বলে জানান হাসপাতালের সুপার অমিতকুমার দাঁ। তাঁর কথায়, "২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্টে গাফিলতি প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার উনুনে পা ঢুকে যায় নন্দিনীর। তাকে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পায়ের ৩৬ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় মালদহ মেডিক্যালে। সেখানে বার্ন ইউনিটে রেখেই শিশুটির চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু বাচ্চাটি বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্যালাইনের নলটি খুলে ফেলে। সেই সময় নার্সদের বলা হলে এক জন গিয়ে তা লাগিয়েও দেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে শিশুটি ফের স্যালাইনের নল খুলে ফেলে। এ বারে নার্সদের অনুরোধ করলে তাঁরা আর গা করেননি। তার পর থেকেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তাকে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তাতেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি। ভোর চারটে নাগাদ তার মৃত্যু হয়।